19

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 02 JAN 1997
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

ল্যাবরেটরী স্কুল
আইডিয়াল স্কুল

বছরের শুরুতেই সংকট

রেজানুর রহমান ॥ গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুল ও আইডিয়াল স্কুল এণ্ড কলেজ নগরীর নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বছরের শুরুতে দুইটি স্কুলেই ভর্তির প্রচণ্ড চাপ দেখা দেয়।

(১১ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

সংকট

(১ম পৃঃ পর)

আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষককে নিয়া সৃষ্ট জটিলতার কারণে স্কুলের নূতন বছরের ভর্তি প্রক্রিয়া ও নূতন শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রহিয়াছে। গতকাল মঙ্গলবার গবর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুলে শুরু হইয়াছে নূতন সংকট। দুর্নীতি ও অন্যান্য অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ ১৬ জন প্রবীণ শিক্ষককে একযোগে ঢাকার বাহিরে বদলী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

আইডিয়াল স্কুলের সংকট অনেক দিনের। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফয়েজুর রহমানকে কেন্দ্র করিয়া চলতি বছরের মাঝামাঝি সঙ্কট দেখা দেয়। প্রধান শিক্ষকের পক্ষে-বিপক্ষে রাজপথে আন্দোলন হইয়াছে। গঠিত হইয়াছে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের সমিতি। কয়েকদিন আগে এই স্কুলের গভর্নিং বডির নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হইয়াছিল। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই নির্বাচন বাতিল করিয়া গভর্নিং বডি ভাঙ্গিয়া দেয়। গঠিত হয় ৩ মাসের জন্য এডহক কমিটি। ৫ সদস্যবিশিষ্ট এই এডহক কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন গভর্নিং বডির সাবেক চেয়ারম্যান সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি। সচিব হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে স্কুলের অধ্যক্ষকে। এই ক্ষেত্রেই দেখা দিয়াছে সমস্যা। কারণ আইডিয়াল স্কুলে অধ্যক্ষ পদে কেহ দায়িত্বে নাই। ফয়েজুর রহমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে দীর্ঘ বছর ধরিয়া দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন। এডহক কমিটিতে 'ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ' কথাটি উল্লেখ না থাকায় ফয়েজুর রহমান স্কুলের ভর্তি ও শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারেন না বলিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। স্কুলের কার্যক্রম বন্ধ রহিয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই স্কুলের অভিভাবকরা স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ রক্ষার দাবীতে সভা-সমাবেশ করিতেছেন। কিন্তু অবস্থার কোনই অগ্রগতি হইতেছে না।

চলতি বছরের প্রথমদিকে গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ ১৬ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে পরীক্ষায় দুর্নীতি ও অন্যান্য অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এক পর্যায়ে প্রধান শিক্ষকসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। স্কুলের বাংলার প্রবীণ শিক্ষক কাজী মোজাম্মেল হক, বিজ্ঞানের শিক্ষক আনোয়ারুল করিম, জহুরুল ইসলাম খান ও ফারুক আহমেদ অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন; কিন্তু সম্প্রতি মন্ত্রণালয় উল্লেখিত ৪ জনের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করায় স্কুলের শিক্ষক অভিভাবক, কর্মচারীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। একটি সূত্র জানায়, এই স্কুলের মর্নিং শিফটে ৩০ এবং ডে-শিফটে ৪০ জন শিক্ষক রহিয়াছেন। যাহাদেরকে বদলী করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহারা সকলেই ডে-শিফটের শিক্ষক।